কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড'এর কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

মাসিক আখচাষী বার্তা

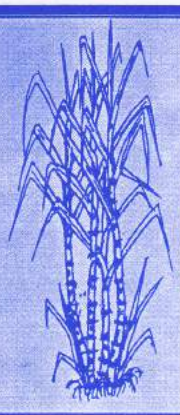

আখ চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সংখ্যা ঃ জুন ২০২৪ খ্রি. জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এফসিএমএ মহোদয়ের নেতৃত্বে মিলসগেট (পূর্ব) সাবজোনের ৫নং ইউনিটে রোগ ও পোকা দমন অভিযানের একাংশ।

আখক্ষেতে উপরিসার প্রয়োগ ও পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া
মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)

উপরিসার প্রয়োগ কি ?

আখ রোপণের সময় নির্ধারিত মাত্রার ইউরিয়া ও এমওপি সারের অর্ধেক নালায় প্রয়োগ করা হয়। অংকুরোদগম সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করা কে উপরি সার প্রয়োগ বলে। রোপণের ১২০- ১৫০ দিনের মধ্যে আখের কুশি পর্যায়ে উপরিসার প্রয়োগ করতে হয়। নামলা রোপনকৃত আখে ৯০ দিনের মধ্যেই উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে মাড়াইযোগ্য কুশি প্রাপ্তির জন্য উপরি সার একান্ত প্রয়োজন। উপরি সার প্রয়োগ পদ্ধতি ও পরিমাণ ঃ

উপরি সার পদ্ধতিগতভাবে প্রয়োগ করতে না পারলে বেশিরভাগ সারই নষ্ট হয়ে যায় এবং আখ গাছের কোন কাজে আসে না। কাজেই উপরি সার প্রয়োগের সময়, পরিমাণ ও পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সুপারিশ মোতাবেক মিল এলাকায় একরপ্রতি ১৪৫কেজি ইউরিয়া,১১০ কেজি টিএসপি এবং ৯৭ কেজি এমওপি সার আখ ফসলের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত মাত্রার সারের সম্পূর্ণ টিএসপি, অর্ধেক অর্থাৎ ৭২.৫০ কেজি ইউরিয়া এবং অর্ধেক অর্থাৎ ৪৮.৫০ কেজি এমওপি সার বীজ রোপনের আগে নালায় প্রয়োগ করতে হবে।

অবশিষ্ট অর্ধেক অর্থাৎ ৭২.৫০ কেজি ইউরিয়া এবং ৪৮.৫০ কেজি এমওপি সার আখের সারির দু'পাশে ৪ ইঞ্চি মাটির নিচে গাছের শিকড়ের কাছে প্রয়োগ করতে হবে এবং সাথে সাথে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এভাবে প্রয়োগ করলে সারের কার্যকারিতা পুরোপুরি পাওয়া যাবে। উপরিসার ধান, পাট ইত্যাদি ফসলের মতো আখ গাছের উপরে ছিটিয়ে দিলে তা আখের পাতার খোলে বা আখের সারির মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থানে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে শিকড়ের কাছে সার পৌঁছাতে না পারলে তা কোন কাজেই আসবে না। মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে উপরি সার প্রয়োগ করা যাবে না। যেসব জমিতে সেচের সুবিধা আছে সেসব জমিতে উপরে বর্ণিত সময় হিসেব করে সার উপরি প্রয়োগ করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে। সেচের সুবিধা না থাকলে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। উপরিসার প্রয়োগের মধ্যবর্তী পরিচর্যাগুলি নিম্নরূপঃ

আখের গোড়ায় মাটি দেওয়া :

উপরিসার প্রয়োগের পর প্রতিটি ঝাড়ে ৫/৬টি করে কুশি বের হলে দুই সারির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আখের গোড়ায় দিতে হবে। এভাবে ২/৩ বারে মাটি নামিয়ে গোড়া বেঁধে দিতে হবে যেন শেষ মাটি নামানোর সময় আখের লাইনে মাটি উঁচু হয় এবং দুই লাইনের মাঝের ফাঁকা জায়গা গোড়ার চেয়ে ৩/৪ নীচু হয়। আখের গোড়া এভাবে বেঁধে দিলে আখ ঢলে পড়া রোধ হয় এবং বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

ডি-ট্রাসিং ঃ আখের কান্ড গঠনহয়ে গেলে নীচের বয়স্ক পাতা খুলে দিতে হবে। একে ডি-ট্রাসিং বা পাতা ছড়ানো বলে। মিলে সরবরাহের জন্য আখক্ষেতে ডি-ট্রাসিং করতে হয়। ডি-ট্রাসিং করলে আঁশ পোকা, মিলিবাগ, মাইটসপোকাসহ অন্যান্য পোকান আক্রমণ হতে পারে না। আখ গাছে চিনি সঞ্চয় বেশি হতে পারে এবং এতে করে ফলন বেশী পাওয়া যায়। বীজক্ষেতে ডি-ট্রাসিং করা যাবে না। কারণ আলোতে উন্মুক্ত হওয়া অংশের চোখের গুণাগুণ কমে যায় এবং বীজ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়।

আখ বাঁধা :

আখের কান্ড ৩/৪ হাত লম্বা হলে প্রতিটি ঝাড় আলাদা আলাবাভাবে পাতা দিয়ে পেঁচিয়ে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে। গাছ আরও বড় হলে এবং ঝড়-বাতাস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে আগে থেকেই দুই সারির আখ আড়াআড়ি বেঁধে দিতে হয়। আখকোন ক্রমেই হেলে পড়তে দেওয়া যাবে না। আখ হেলে পড়লে ফলন ও চিনি প্রাপ্তি উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আখের ফলন ও চিনি আহরণ উভয়ই আখের সুষ্ঠু পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল। এজন্য যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সিডিএ বা কর্মকর্তাগণকে অবগত করানোসহ পরামর্শ গ্রহণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

কান্ডের মাজরা পোকা (Stem Borer)

মোঃ মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপক (সম্প্র.)
সম্প্রসারণ শাখার দায়িত্বে

বাংলাদেশে আখ ফসলে মাজরা পোকার একাধিক প্রজাতি বিদ্যমান। ক্ষতির দিক থেকে কান্ডের মাজরা পোকা অন্যতম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চিনিকল এলাকায় কান্ডের মাজরা পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পোকার আক্রমণে শতকরা ৩-১০০ ভাগ গাছ আক্রান্ত হয় এবং ফলনের ঘাটতির পরিমাণ দাড়ায় ৮.২-৭০% এবং চিনি ঘাটতির পরিমাণ দাড়ায় ৩-৪৮%। কান্ডে মাজরা পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়।

আক্রমণের লক্ষণ :

লক্ষণ দেখে এ পোকার আক্রমণ সনাক্তকরণ খুবই সহজ। প্রাথমিক অবস্থায় একটি গাছে অনেকগুলো কীড়া প্রবেশ করে ভিতরে কুরে কুরে খায় যাকে প্রাথমিক আক্রমণ (Primary infestation) বলে। গাছের মাইজ বা উপরিভাগ মরে শুকিয়ে যায়। ফলে আগা মরা বা মাথা মরা (Dead head) লক্ষণ দেখা দেয় এবং দূরবর্তী এলাকা থেকে আক্রান্ত গাছ দৃষ্টিগোচর হয়। আখের গাছে কীড়া প্রবেশের ছিদ্র থাকে ও করাতের গুড়ার মত বিষ্ঠা দেখা যায় এবং আক্রান্ত অংশের নীচের পর্বে শিকড় গজাতে দেখা যায়। গাছে খাবারের অভাব হলে এসব কীড়া বা লার্ভা নিকটবর্তী অন্যান্য গাছে ছড়িয়ে পরে যাকে দ্বিতীয় পর্যায় (Secondary infestation) আক্রমণ বলে। এঅবস্থায় আখ গাছে কীড়া প্রবেশের ছিদ্র ও করাতের গুড়ার মত বিষ্ঠা দেখা যায় কিন্তু পাতা শুকায় না বা গাছ মরে না। একটি প্রাথমিক আক্রান্ত গাছে প্রায় ১৫০-২০০ টি কীড়া বা লার্ভা পরিলক্ষিত হয়।

দমন ব্যবস্থা ঃ

(ক) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

১। পোকা প্রতিরোধী ইক্ষু জাতের চাষ করা।

২। পোকামুক্ত বীজ খন্ড রোপন করা।

৩। পুরনো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে ফেলা ও পুড়িয়ে ফেলা

(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

১। মাঠে মথ বা প্রজাপতি ও ডিমের গাঁদা দেখা দিলে সাথে সাথে সংগ্রহ করে তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

২। অন্ধকার রাত্রিতে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে চিতি মেরে ফেলতে হবে।

৩। প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত গাছগুলো পোকাসহ কেটে ধ্বংস করে পানিতে ফেলতে হবে। কোন অবস্থায় মাঠে রাখা যাবে না।

(গ) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

হেক্টর প্রতি (১ হেক্টর = ২.৪৭ একর) ৭৫ কেজি পাদান-৪জি আখের সারির উভয় পাশে নালা কেটে নালার ভিতর ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পাদান ৪জি কমপক্ষে ৪০ দিন পরপর ২ বার ব্যবহার করতে হবে।

সু-বংশে সু-সন্তান সুধীজনে কয়
সু-বীজে সু-ফসল ফলিবে নিশ্চয়।

॥ সম্পাদনা পরিষদ ॥

জৈব সার দিবেন যারা
অধিক ফলন পাবেন তারা।

উপদেষ্টা	ঃ	মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)
কার্যকরী সম্পাদক	ঃ	মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপক (সম্প্র.) সম্প্রসারণ শাখার দায়িত্বে
সদস্য	ঃ	মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (বী.পরি. ও এগ্রো.)

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড'এর কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

মাসিক

আখচাষী বার্তা

আখ চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সংখ্যা ঃ জুলাই ২০২৪ খ্রি. আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কান্ডের মাজরা পোকা

(Stem Borer)

মোঃ মাহবুবুর রহমান

ব্যবস্থাপক (সম্প্র.) সম্প্রসারণ শাখার দয়িত্বে

বাংলাদেশেআখ ফসলে মাজরা পোকার একাধিক প্রজাতি বিদ্যমান। ক্ষতির দিক থেকে কান্ডের মাজরা পোকা অন্যতম। পোকার আক্রমণে শতকরা ৩-১০০ ভাগ গাছ আক্রান্ত হয় এবং ফলনের ঘাটতি পরিমাণ দাড়ায় ৮.২-৭০% এবং চিনি ঘাটতির পরিমাণ দাড়ায় ৩-৪৮%। কান্ডের মাজরা পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত

পরিলক্ষিত হয়।

আক্রমণের লক্ষণ ঃ

লক্ষণ দেখে এ পোকার আক্রমণ সনাক্তকরণ খুবই সহজ।

প্রাথমিক অবস্থায় একটি গাছে অনেকগুলো কীড়া প্রবেশ করে ভিতরে কুরে কুরে খায় যাকে প্রাথমিক আক্রমণ (Primary infestation) বলে। গাছের মাইজ বা উপরিভাগ মরে শুকিয়ে যায়। ফলে আগা মরা বা মাথা মরা (Dead head) লক্ষণ দেখা দেয় এবং দূরবর্তী এলাকা থেকে আক্রান্ত গাছ দৃষ্টিগোচর হয়। আখের গাছে কীড়া প্রবেশের ছিদ্র থাকে ও করাতের গুড়ার মত বিষ্ঠা দেখা যায় এবং

আক্রান্ত অংশের নীচের পর্বে শিকড় গজাতে দেখা যায়। গাছে খাবারের অভাব হলে এসব কীড়া বা লার্ভা নিকটবর্তী অন্যান্য গাছে ছড়িয়ে পরে যাকে দ্বিতীয় পর্যায়(Secondary infestation) আক্রমণ বলে। এঅবস্থায় আখ গাছে কীড়া প্রবেশের ছিদ্র ও করাতের গুড়ার মত বিষ্ঠা দেখা যায় কিন্তু পাতা শুকায় না বা গাছ মরে না। একটি প্রাথমিক আক্রান্ত গাছে প্রায় ১৫০-২০০ টি কীড়া বা লার্ভা পরিলক্ষিত হয়। দমন ব্যবস্থা :

(ক) কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ঃ

১। পোকা প্রতিরোধী ইক্ষু জাতের চাষ করা।

২। পোকামুক্ত বীজ খন্ড রোপন করা ।

৩। পুরনো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে ফেলা ও পুড়িয়ে ফেলা

(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ

১। মাঠে মথ বা প্রজাপতি ও ডিমের গাঁদা দেখা দিলে সাথে সাথে সংগ্রহ করে তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

২। অন্ধকার রাত্রিতে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে চিতি মেরে ফেলতে হবে।

৩। প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত গাছগুলো পোকাসহ কেটে ধ্বংস করে পানিতে ফেলতে হবে। কোন অবস্থায় মাঠে রাখা যাবে না ।

(গ) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

হেক্টর প্রতি (১ হেক্টর= ২.৪৭ একর) ৭৫ কেজি পাদান- ৪জি আখের সারির উভয় পাশে নালা কেটে নালার ভিতর ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পাদান ৪জি কমপক্ষে ৪০ দিন পরপর ২বার ব্যবহার করতে হবে।

খামার দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে গত ২৯-৬-২০২৪ খ্রি. কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এফসিএমএ মহোদয়ের নেতৃত্বে কৃষি বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য বিভাগের আমন্ত্রিত কর্মকর্তা, আখচাষি ও সিডিএ সিআইসিদের সাথে মাঠ পরিদর্শনের একাংশ।

ডি-ট্রাসিং

মোঃ মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপক (সম্প্র.) সম্প্রসারণ শাখার দায়িত্বে

আখের পুরাতন, মরা, শুকনা পাতা, আবর্জনা, অপ্রয়োজনীয় নামলা কুশি ছাড়িয়ে অপসারণ করাকে ডি-ট্রাসিং বলে। আখের পুরাতন পাতা হলদে রং ধারণ করলে সে পাতা গাছের খাদ্য তৈরীতে অংশগ্রহণ করে না বরং আলো বাতাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাছাড়া মে-জুলাই মাসের মধ্যে বৃষ্টিপাতের ফলে মাটিতে পর্যাপ্ত রসের সঞ্চার হলে অতিরিক্ত কুশি নির্গমন হয় যার শতকরা ৭৫-৮০ ভাগের অধিক মারা যায়। এক্ষেত্রে নামলা কুশি মাড়াইযোগ্য আখে পরিণত হয় না। পক্ষান্তরে জমির খাদ্য দ্রুত খেয়ে ফসলের খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করে। গোড়ার মরা শুকনো পাতা ও আবর্জনার মধ্যে পোকা ডিম পাড়ে এবং লুকিয়ে থেকে বংশ বিস্তার করে। অতিরিক্ত কুশির খাদ্য প্রতিযোগিতা, পুরাতন মরা পাতায় আলো বাতাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটা ও পোকামাকড় বৃদ্ধির কারণে কুশির মৃত্যুর হার বাড়ে ও মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা কমে যায়। এভাবে আখের ফলন ও চিনি আহরণের হার কমিয়ে দেয়। এজন্য আখক্ষেতে ডি-ট্রাসিং করা প্রয়োজন। তবে বীজক্ষেতে ডি-ট্রাসিং করা যাবে না।

ডি-ট্রাসিং এর সময়:

জুন-জুলাই মাসের মধ্যে ঝাড় প্রতি ৭টি/৮টি সুস্থ সবল কুশি রেখে অতিরিক্ত কুশি কেটে জমি থেকে বের করে দিতে হবে। গোড়ার হলুদ ও পুরাতন পাতা যা সহজেই খুলে যায় তা ছাড়িয়ে জমি থেকে বের করে আনতে হবে। পরবর্তীতে আগষ্ট মাসে আরেকবার ডি-ট্রাসিং করতে হবে। প্রথমবার ডি-ট্রাসিং করার সঙ্গে আখের গোড়ায় মাটি চাপা দিতে হবে।

ডি-ট্রাসিং এর উপকারিতা :

১। রোগ ও পোকার উপদ্রব কম হয়।

২। নালার ভিতর দিয়ে সহজেই আলো ও বাতাস চলাচল করতে পারে।

৩। আলো ও বাতাস বেশী পাওয়ার জন্য আখের ওজন ও চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৪ । আখের পরিচর্যা কাজ করতে সহজ হয়।

৫। পাতার খোলে এবং গিড়ার নিকট পানি জমতে পারে না ফলে আখের মিষ্টতা বেশী হয়।

৬। গোড়ার মরা পাতা ছাড়ানোর কারণে রোগ ও পোকার আক্রমণ হ্রাস পায় যার ফলে আখক্ষেতে পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৭। আখ কর্তনের সময় লেবার খরচ কম হয়।

৮। মরা শুকনা পাতা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সরাসরি হাত দিয়ে অথবা ডি-ট্রাসার যন্ত্র দিয়ে ডি-ট্রাসিং করা যায়। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা হতে ডি-ট্রাসার যন্ত্রটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

আখের ঝাড় বাঁধা

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপক (বী.পরি. ও এগ্রো.)

আখ গাছ হেলে পড়লে কান্ডের বৃদ্ধি মন্থর হয়, পার্শ্বকুশি গজায়, মিষ্টতা কমে যায়, ওজন ও চিনি উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায় এবং কিছু আখ মারাও যায়। আখ লম্বা হলে অতিবৃষ্টি বা ঝড়ো হাওয়ায় গাছ হেলে পড়তে পারে। সাধারণতঃ ভাদ্র-কার্তিক (আগষ্ট-অক্টোবর) মাস পর্যন্ত আখ গাছ হেলে পড়তে দেখা যায়। বৃষ্টির সাথে ঝড়ো হাওয়ায় দন্ডায়মান আখ যাতে পড়ে না যায় সেজন্য আখের ঝাড় বাঁধা প্রয়োজন। ঝাড় বাঁধার পূর্বে কান্ডের মাজরা পোকা **(স্টেম বোরার)** আক্রান্ত আখ গাছ ১০০% কর্তন করে ধ্বংস করতে হবে। পোকা আক্রান্ত গাছসহ ঝাড় বাঁধা হলে ঝাড়ের অন্যান্য ভালো আখ গুলো একত্রে পেয়ে দ্রুত পোকা আক্রমণ শুরু করবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আখ ধ্বংস করে ফেলবে।

ঝাড় বাঁধা পদ্ধতি ঃ

জুলাই মাস থেকে আখের ঝাড় বাঁধার কাজ শুরু করতে হয়। ঝাড় বাঁধার জন্য প্রথমে আখের শুকনা বা আধা মরা পাতা দিয়ে প্রতিটি ঝাড় আলাদাভাবে বাঁধতে হয়। পরবর্তীতে পাশাপাশি দুই সারির ঝাড় থেকে ৩টি বা ৪টি ঝাড় একত্রে করে বাঁধতে হয়। এতে করে একটি ঝাড় আরেকটি ঝড়ের সাথে ঠেস দিতে পারে ফলে হেলে পড়েনা। প্রতিবার ঝাড় বাঁধার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের সবুজ পাতা বা ডগা বাঁধা না পড়ে।

কারণ ঝাড় বাঁধার সময় সবুজ পাতা বা ডগা বাঁধা পড়লে আলো বাতাসের অভাবে খাদ্য প্রস্তুত ব্যহত হয়। তাতে আখের ফলনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যথাযথভাবে বাঁধা হলে আখ সোজা হয়ে দীর্ঘ হয়, চিনির হার স্বাভাবিক থাকে এবং সর্বোপরি ফলন বৃদ্ধি পায়।

সেচ সার যত্ন
তিনে মিলে রত্ন

॥ সম্পাদনা পরিষদ ॥

জৈব সার দিবেন যারা
অধিক ফলন পাবেন তারা।

উপদেষ্টা ঃ মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)
কার্যকরী সম্পাদক ঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপক (সম্প্র.) সম্প্রসারণ শাখার দায়িত্বে
সদস্য ঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (বী.পরি. ও এগ্রো.)